

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ২, ১৯৮৯

৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্ধের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা/৮৯

প্রজ্ঞাপন

নং এস, আর, ও ২৯৩-আইন/৮৯, তারিখ ৯ই ডিসেম্বর, ১৩৯৬/২৪শে আগস্ট, ১৯৮৯

Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) Order, 1972 (P.O. No. 27 of 1972) এর Article 25 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Bangladesh Textile Mills Corporation এর Board of Directors, সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প করপোরেশন এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প করপোরেশন এর সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর প্রতি প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা চুক্তি-ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধান বহী ব্যতীত অন্যান্য বিধানাবলীর কোন কিছু প্রযোজ্য হইবে না। তাহদের চাকুরীর শর্ত বা ক্ষেত্রমত চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত না থাকিলে উক্ত অন্যান্য বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালার,—

(ক) “অসদাচারণ” বলিতে চাকুরীর শৃংখলা বা নিয়মের হানিকার, অথবা কোন কর্মচারী বা উদ্রাজনের পক্ষ শোভনীয় নয় এমন, আচরণকে বুঝাইবে এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ—

(১) উর্ধ্বতন কর্মচারীর আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ,

(৮২২৭)

মূল্য : টাকা ৩.৯০

- (২) কর্তব্যে অবহেলা,
- (৩) কোন আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে করপোরেশনের কোন আদেশ, পরিপত্র অথবা নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, এবং
- (৪) কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিচার বিবেচনাহীন, বিরক্তিবর্ন, মিথ্যা বা অসার অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশকরণ।
- (খ) “উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ” বলিতে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন নির্দিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে করপোরেশন কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;
- (গ) “কর্তৃপক্ষ” বলিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঘ) “করপোরেশন” বলিতে Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) Order, 1977 (P. O. No. 27 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Textile Mills Corporation কে বুঝাইবে;
- (ঙ) “কর্মকর্তা” বলিতে করপোরেশন এর কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;
- (চ) “কর্মচারী” বলিতে করপোরেশন এর স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন কর্মচারীকে বুঝাইবে, এবং যে কোন কর্মকর্তা ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (ছ) “তফসিল” বলিতে এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত তফসিলকে বুঝাইবে;
- (জ) “ডিগ্রী” বা “ডিপ্লোমা” বা “সার্টিফিকেট” বলিতে ক্ষেত্রমত স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশক সার্টিফিকেটকে বুঝাইবে;
- (ঝ) “নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ” বলিতে করপোরেশনকে বুঝাইবে এবং কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য করপোরেশন কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
- (ঞ) “পদ” বলিতে তফসিলে উল্লিখিত কোন পদকে বুঝাইবে;
- (ট) “পলায়ন” বলিতে বিনা অনুমতিতে চাকুরী বা কর্মস্থল ত্যাগ করা, অথবা ষাট দিন বা তদুর্ধ্ব সময় যাবত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেসাদের পর ষাট দিন বা তদুর্ধ্ব সময় পুনঃ অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ এবং দ্বিশ দিন বা তদুর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা, অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করা বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ষাট দিন বা তদুর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করাকে বুঝাইবে;
- (ঠ) “প্রয়োজনীয় যোগ্যতা” বলিতে কোন পদের বিপরীতে উল্লিখিত যোগ্যতাকে বুঝাইবে;
- (ড) “বাছাই কমিটি” বলিতে প্রবিধান ৪-এর অধীন গঠিত কোন বাছাই কমিটিকে বুঝাইবে;

(ত) "বোর্ড" বলিতে করপোরেশনের Board of Directors কে বুঝাইবে;

(গ) "স্বীকৃত ইনস্টিটিউট" বা "স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান" বলিতে, এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যে পূরণকালে, করপোরেশন কর্তৃক স্বীকৃত কোন ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(ত) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাইবে এবং, এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যে পূরণকালে, করপোরেশন কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(থ) "স্বীকৃত বোর্ড" বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে বুঝাইবে এবং, এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যে পূরণকালে, করপোরেশন কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন শিক্ষা বোর্ড বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

### দ্বিতীয় অধ্যায়

#### নিয়োগ

৩। নিয়োগ পদ্ধতি।—(১) এই অধ্যায় এবং তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দান করা হইবে, যথাঃ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে,

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে,

(গ) প্রেমণে।

(২) কোন পদের জন্য অন্য ব্যক্তির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকিলে এবং, সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে নির্ধারিত বয়স-সীমার মধ্যে না হইলে, তাহাকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের নির্দেশ অনুসারে কেবল বিশেষশ্রেণীর প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে উক্ত বয়স-সীমা শিথিলযোগ্য হইবে।

৪। বাছাই কমিটি।—কোন পদে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ দানের উদ্দেশ্যে বোর্ড এক বা একাধিক বাছাই কমিটি নিয়োগ করিবে।

৫। সরাসরি নিয়োগ।—(১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরি নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা হইবে না, যে পর্যন্ত না—

- (ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে বর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিপিৎসা-পর্ষদ বা চিপিৎসা বর্ষদর্তী তাহাকে স্বাস্থ্যগতভাবে উক্ত পদের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যক্ষন করেন,
- (খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কর্মসম্পাদন যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, বর্পোরেশন এর চাকুরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৩) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সকল পদ উপযুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করিয়া পূরণ করা হইবে এইরূপ নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত যেটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে বর্পোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত বাছাই বাছিতির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ দান করা হইবে। উক্ত বাছাই কর্মসূচিতে সরকারী নীতির অনুসরণে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি থাকিতে হইবে।

৬। শিক্ষানবিসি।—(১) সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ছয় মাসের জন্য শিক্ষানবিসি থাকিবেন তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ জিপিবদ্ধ করিয়া যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ অনূর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না, যদি না তিনি সন্তোষজনকভাবে শিক্ষানবিসি মেয়াদ সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং বর্পোরেশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় (যদি থাকে) পাশ করেন এবং নির্ধারিত প্রশিক্ষণ (যদি থাকে) গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৭। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।—(১) প্রবিধান ১৬ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই বাছিতির কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা বিবেচনাক্রমে নিয়োগ দান করিবে।

(২) কোন ব্যক্তির চাকুরীর রুস্তান্ত (সান্ডিস রেন্ড) সন্তোষজনক না হইলে তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৮। প্রেষণে নিয়োগ।—তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন উপযুক্ত কর্মচারীকে বর্পোরেশন এবং সরকার বা ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরস্পরের মধ্যে স্থিরীকৃত শর্তাধীনে, নিয়োগ করিতে পারিবে।

### তৃতীয় অধ্যায়

#### চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলী

৯। যোগদানের সময়।—(১) এ চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে বদলীর ক্ষেত্রে, এই পদে বা কোন নূতন পদে যোগদানের জন্য কোন কর্মচারীকে নিশ্চরূপ সময় দেওয়া হইবে, যথাঃ—

- (ক) প্রস্থতির জন্য ছয় দিন এবং

(খ) উপযুক্ত বাত্বপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পছন্দ ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময়ঃ তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধান অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে সাধারণ ছুটির দিন গণনা করা হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, যে ক্ষেত্রে বদলীর ক্ষেত্রে বদলীকৃত কর্মচারীকে তাহার নূতন কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে বা স্থান পরিবর্তন ব্যয়িত হয় না সেক্ষেত্রে নূতন কর্মস্থলে যোগদানের জন্য এক দিনের বেশী সময় দেওয়া হইবে না এবং এই উপ-প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধারণ ছুটির দিনকেও উক্ত যোগদানের সময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৩) কোন বিশেষক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এর অধীন প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) যখন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য বদলী হইলে, অথবা চাকুরীস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোন নূতন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পুরাতন চাকুরীস্থল হইতে, অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলীর আদেশ পাইয়াছেন সেই স্থান হইতে, যাহা উক্ত কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়, তাহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে।

(৫) যখন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্য চাকুরীস্থলে, বা এক পদ হইতে অন্য পদে যোগদানের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, মেজিগেজ সার্টিফিকেট পেশ না করিয়া ছুটি গ্রহণ করিলে তাহার দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবার পর হইতে ছুটি গ্রহণ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয় তাহাও ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬) এক কর্মস্থল হইতে অন্য কর্মস্থলে বদলীর ব্যাপারে যখন বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রবিধানের বিধানাবলী অপব্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে সেই ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের বেতন প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

১০। বেতন ও ভাতা।—সরকার বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেরূপ হইবে।

১১। প্রারম্ভিক বেতন।—(১) যখন পদে যখন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনকুমের সর্বনিম্ন স্তরই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) যখন ব্যক্তিকে তাহার বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট বাছাই কর্মটির সুপারিশের ভিত্তিতে, উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা হইতে পারে।

(৩) সরকার ইহার কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সময় সময় যে নির্দেশাবলী জারি করে তদনুসারে ব্যঙ্গপোরেশন এর কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা হইতে পারে।

১২। পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন।—যখন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হইলে, সাধারণতঃ সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনকুমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে, তবে উক্ত সর্বনিম্ন স্তর অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদে প্রাপ্ত মূল বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত বেতনকুমের যে স্তরটি তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তর হয় সেই স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১৩। বেতন বর্ধন।—(১) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণতঃ সমন্বয়িত নির্ধারিত হারে প্রত্যেক কর্মচারীর বেতন বর্ধিত হইবে।

(২) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা হইলে, উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয় স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট আদেশে, সেই মেয়াদ উল্লেখ করিবেন।

(৩) যখন শিক্ষানবিস সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিসকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকুরীতে স্থায়ী না হইলে, তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবে না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য বরপেইরেশন যখন কর্মচারীকে একসঙ্গে অনধিক দুইটি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে যখন বেতনকমে দক্ষতাসীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সে ক্ষেত্রে যখন কর্মচারীর বেতন বর্ধন স্থগিত করিবার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরী ব্যতীত তাহার দক্ষতাসীমার অব্যবহিত উপরের বেতন বর্ধন অনুমোদন করা হইবে না, এইরূপ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে এই মর্মে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বণকর্ম দক্ষতাসীমা অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত ছিল।

১৪। জ্যেষ্ঠতা।—(১) এই প্রবিধাননের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, যখন পদে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত মেধা তালিকা ভিত্তিক সুপারিশে উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হইলে, যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সেই পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হইবে।

(৫) বরপেইরেশন ইহার কর্মচারীদের প্রেরণকারী জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সময় সময় তাহাদের অবগতির জন্য এইরূপ তালিকা প্রকাশ করিবে।

(৬) The Government Servants (Seniority of Freedom Fighters) Rules, 1979 এর বিধানসমূহ, উহাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, বরপেইরেশন এর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৫। পদোন্নতি।—(১) তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, যখন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হইতে পারে।

(২) কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠতার কারণে যখন ব্যক্তি অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবী করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারীর চাকুরীর স্বভাব সন্তোষজনক না হইলে, তিনি পদোন্নতির দ্বাধায়ে কোন পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৪) টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ ও তদূর্ধ্ব বেতনকূলের পদসমূহে পদোন্নতি মেধা-তথা-জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৫) কোন কর্মচারীকে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব, স্বত্বান্বিতা এবং চাকুরীস্থলে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে, পাল্লা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে।

১৬। প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব।—(১) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, বরপোশেশন যদি মনে করে যে, উহার কোন কর্মচারীর পারদর্শিতা বা তৎসত্ত্বক গৃহীত বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন সংস্থা, অতঃপরঃ হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লেখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে বরপোশেশন এবং হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার পরস্পরের মধ্যে সম্মত মেয়াদে ও শর্তাধীনে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার কোন পদে প্রেষণে বর্মরত থাকিবার জন্য উক্ত কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে প্রেষণে বর্মরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে না।

(২) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বরপোশেশন এর কোন কর্মচারীর চাকুরীর আবশ্যকতা রহিয়াছে বলিয়া বরপোশেশনকে জানাইলে উক্ত কর্মচারীর সম্মতি হইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা স্বত্বক উল্লেখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলী নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রেষণের শর্তাবলীতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথাঃ—

(ক) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না,

(খ) বরপোশেশন এর চাকুরীতে উক্ত কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং প্রেষণের মেয়াদ-অন্তে, অথবা উক্ত মেয়াদের পূর্বে, ইহার অবসান ঘটিলে, তিনি বরপোশেশন এ প্রত্যাবর্তন করিবেন,

(গ) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা তাহার ভবিষ্য তহবিজ ও পেনশন, যদি থাকে, বাবদ প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) কোন কর্মচারী প্রেষণে থাকিবলৈ, তিনি বরপোশেশনে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা-যোগ্য হইলে, তাহার পদোন্নতির বিষয়টি অন্যান্যদের সংগে একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে বরপোশেশনে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) কোন কর্মচারী প্রেষণে থাকিবলৈ তাহার পদোন্নতি বর্মরত বর্মরত উদ্দেশে বরপোশেশন তাহাকে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান(৬) এর বিধান সাপেক্ষে, পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা উক্ত পদে তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৬) যদি কোন কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে প্রেষণে থাকাকালে উক্ত কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোন আধিক সুবিধা ছাড়াই next below rule অনুযায়ী

গদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে, তবে এইরূপ গদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মচারী হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থায় প্রবেশে থাকাকালে গদোন্নতিজনিত কোন অধিক সুবিধা পাইবেন নিন্দা তাহা করণেরেশনও উক্ত সংস্থার পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইবে।

(৭) শৃংখলামূলক ব্যবস্থার ব্যাপারে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা প্রবেশে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক কার্যক্রম সূচনা করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার পরিস্থিতিতে শৃংখলামূলক কার্যক্রম সূচনা করা হইয়াছে, তাহা হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা করণেরেশনকে অবিঘ্নে অবহিত করিবে।

(৮) প্রবেশে কর্মরত কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচিত শৃংখলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ অভিমত গোষণ করে যে, তাহার উপর কোন দণ্ড আরোপ করা আবশ্যিক, তাহা হইলে উক্ত সংস্থা উহার বোর্ডসমূহ করণেরেশন এর নিয়ন্ত্রণে প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর করণেরেশন সেইরূপ প্রয়োজন বহির্ভিন্না মনে করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

### চতুর্থ অধ্যায়

### ছুটি ইত্যাদি

১৭। বিভিন্ন প্রকারের ছুটি।—(১) কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরনের ছুটি পাইবেন, যথাঃ—

- (ক) পূর্ণ বেতনে ছুটি,
- (খ) অর্ধ-বেতনে ছুটি,
- (গ) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি,
- (ঘ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি,
- (ঙ) সংগরোধ ছুটি,
- (চ) প্রসূতি ছুটি,
- (ছ) অধ্যয়ন ছুটি, এবং
- (জ) নৈমিত্তিক ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে এবং ইহা সাধারণ বন্ধের দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) করণেরেশন এর পূর্বে অনুমোদন হইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

১৮। পূর্ণবেতনে ছুটি।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎসম্পর্কিত দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হ'লে পূর্ণ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ বেতনে প্রাপ্য এবং বাকী ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইবে না।



(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন অজিত ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইলে, তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ছুটির হিসাবে একটি পৃথক খাতে জমা দেখানো হইবে, ডাক্তারী সার্টিফিকেট উপস্থাপন সপেক্ষ, অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন, বা অবাশ ও চিত্ত বিনোদনের জন্য, উক্ত জমাকৃত ছুটি হইতে পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

১৯। অর্ধ-বেতনে ছুটি।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত বার্ষিকবেতনের ১/১২ হারে অর্ধ-বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ জমা হওয়ার বেগন সীমা থাকিবে না।

(২) ডাক্তারী সার্টিফিকেট দাখিল সপেক্ষে, অর্ধ-বেতনে দুই দিনের ছুটির পরিবর্তে এক দিনের পূর্ণ-বেতনের ছুটির হারে অর্ধ-বেতনে ছুটিকে পূর্ণ-বেতনে ছুটিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে এবং এইরূপ রূপান্তরিত ছুটির সর্বোচ্চ পরিমাণ হইবে গড় বেতনে বার মাস।

২০। প্রাপ্যাবিহীন ছুটি।—(১) ডাক্তারী সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোন কর্মচারী তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ বার মাস পর্যন্ত, এবং অন্য বেগন বরণে হইলে, তিন মাস পর্যন্ত, অর্ধ-বেতনে প্রাপ্যাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) বেগন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে, তিনি উক্ত ভোগকৃত ছুটির সমান ছুটি পাইবার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত নূতনভাবে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

২১। বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি।—(১) যখন বেগন কর্মচারীর অন্য বেগন ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার বেগন ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ প্রত্যেক তিন মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, যথাঃ—

- (ক) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে পাঁচ বৎসরের জন্য তিনি করপোরেশনে চাকুরী করিবেন, অথবা
- (খ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন, অথবা
- (গ) যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যোযোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতাসহ বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তরিত করিতে পারেন।

২২। বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি।—(১) বেগন কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিস্থিতিতে অথবা পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে অস্বাভাবিক হইয়া অক্ষম হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হয় সেই অক্ষমতা তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে, এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি উক্ত অক্ষমতার কারণ অবিহনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় বলিয়া এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ প্রত্যায়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য উক্ত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে, উক্ত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষের প্রত্যায়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না, এবং এইরূপ ছুটি কোনকমেই ২৪ মাসের বেশী হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্যযেকোন ছুটির সংগে সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৫) যদি একই ধরনের অবস্থার পরবর্তীতে কোন সময় অক্ষমতা রুদ্ধ পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে এক দিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এইরূপ একাদিকবারে মঞ্জুরকৃত ছুটির পরিমাণ ২৪ মাসের অধিক হইবে না, এবং এইরূপ ছুটি যে কোন একটি অক্ষমতার কারণেও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) শুধুমাত্র আনুতোষিবোর এবং যে ক্ষেত্রে অবসর ভাতা প্রাপ্য হয় সেক্ষেত্রে, অবসর ভাতার ব্যাপারে চাকুরী হিসাব পরিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা যাইবে এবং ইহা ছুটির হিসাবে হইতে বিরোধজনক করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিপালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীনে মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটির প্রথম চারি মাসের জন্য পূর্ণ বেতন, এবং

(খ) এইরূপ ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ-বেতন।

(৮) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনগলে, বা উহা পালনের পরিণতিতে, অথবা তাহার পদের অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশতঃ অঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট বেগন কর্তব্য পালনগলে তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহিত্বিত অসুস্থতা বা অঘাত বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতা বা জখমের দরুন অক্ষম হইয়াছেন।

২৩। সংগরোধ ছুটি।—(১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংকামক ব্যাধি থাকার কারণে যদি অদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যে সময়ের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকে সেই সময়ব্যয় হইবে সংগরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান, বেগন চিকিৎসা-কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনূর্ধ্ব ২৯ দিন অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় অনূর্ধ্ব ৩০ দিনের জন্য সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(৩) সংগরোধ এর জন্য উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজ্য হইলে, উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রবিধানমালার অধীন অন্য বেগন প্রকার ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) সংগরোধ ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সংগে সংযুক্ত করিয়াও মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৫) সংগরোধ ছুটিতে থাকারমতীন বেগন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না, এবং যখন বেগন কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ বেগন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

২৪। প্রসূতি ছুটি।—(১) বেগন কর্মচারীকে পূর্ণ বেতনে সর্বাধিক তিন মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরীর অনুরোধ বেগন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনামতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে বেগন ছুটির সহিত এবং বা উহা সম্পূর্ণসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৩) করপোরেশন এ বেগন কর্মচারীর সম্পূর্ণ চাকুরী জীবনে তাহাকে দুইবারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৫। অবসর-প্রসূতি ছুটি।—(১) বেগন কর্মচারী ছয় মাস পর্যন্ত পূর্ণ বেতনে এবং আরও ছয় মাস অর্ধ-বেতনে অবসর প্রসূতি ছুটি পাইবেন এবং এইরূপ ছুটির মেয়াদ তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ অতিক্রম করার পরেও সম্পূর্ণসারিত করা যাইতে পারে। কিন্তু অর্টাম বৎসর বয়সসীমা অতিক্রমের পর উহা সম্পূর্ণসারণ করা যাইবে না।

(২) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে এক মাস পূর্বে অবসর প্রসূতি ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে একদিন পূর্বে অবসর প্রসূতি ছুটিতে যাইবেন।

২৬। অধ্যয়ন ছুটি।—(১) করপোরেশন এ তাহার চাকুরীর জন্য সহায়ক হইতে পারে এইরূপ বৈজ্ঞানিক, মন্ত্রিসভার বা অনুরূপ সমস্যাদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশগ্রহণের জন্য বেগন কর্মচারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্ধ-বেতনে অনধিক বার মাস অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে, এবং এইরূপ ছুটি তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে বেগন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেগন অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরীকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা বেশ, সেক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণ-বন্ধে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনধিক এক বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বাধিত করিতে পারে।

(৩) পূর্ণ-বেতনে বা অর্ধ-বেতনে ছুটি বা বিনা-বেতনে অসাধারণ ছুটির সহিত এবং অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ মঞ্জুরীকৃত ছুটি বেগনক্রমেই এবং মোট দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

২৭। নৈমিত্তিক ছুটি।—সরকার সময়ে সময়ে উহার কর্মচারীদের জন্য প্রতি পজিবল বৎসরে মোট যতদিন ছুটি নির্ধারণ করিবে কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

২৮। ছুটির পদ্ধতি।—(১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব ব্যাপারেশন কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সাক্ষর অবৈদন ব্যাপারেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) অবৈদনগরী যে কর্মসূতীর অধীনে কর্মরত আছেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন কর্মচারী যদি এই মর্মে অন্তর্ভুক্ত হন যে, তাহার অধীনে কর্মরত কোন কর্মচারীর ছুটি পওনা রাখিয়াছেন, তবে তিনি, অন্তর্ভুক্ত মঞ্জুরী অদেশ সাপেক্ষে উক্ত কর্মচারীকে অন্তর্ভুক্ত ১৫ দিনের জন্য ছুটিতে স্বীকার অনুমতি দিতে পারেন।

২৯। ছুটি-গণনা-বেতন।—(১) কোন কর্মচারীর পূর্ণ-বেতনে ছুটিতে থাকারফলে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটি-গণনা-বেতন পাইবার অধিগরী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ-বেতনে ছুটিতে থাকারফলে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধ-হারে ছুটি-গণনা-বেতন পাইবার অধিগরী হইবেন।

৩০। ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো।—ছুটি ভোগরত কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তহবিল করা হইতে পারে এবং তাহাতে অনুরূপভাবে তহবিল করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পর হইতে তাহাকে কর্মরত বহিরা গণ্য করা হইবে এবং এতদ্ব্যতীত ভ্রমণের জন্য প্রবিধান ৩০ অনুসারে তিনি ভ্রমণ-ভাতা ও অস্বাস্য ভাতা পাইবার অধিগরী হইবে।

৩১। ছুটির নগদায়ন।—(১) যে কর্মচারী অবসরভাতা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিচালনা চাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও উক্ত পরিচালনার সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রবিধান ৩৩ এর অধীনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। তিনি তাহার সম্পূর্ণ চাকুরী-মুদ্রে প্রতি বৎসর প্রত্যক্ষাত বা অত্যধিকৃত ৫০% ভাগ-নগদ টাঙ্গর রূপান্তরিত করার জন্য অনুমতি পাইতে পারেন, তবে এইরূপ রূপান্তরিত টাঙ্গর মোট পরিমাণ তাহার বার মাসের বেতন অপেক্ষা বেশী হওয়া চাহিবে না।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ছুটি নগদ টাঙ্গর রূপান্তরিত করা যাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভ্রমণ-ভাতা, ইত্যাদি

৩২। ভ্রমণ ভাতা।—করপোরেশন এর কোন কর্মচারী তাহার দায়িত্ব পালনার্থ বা বদলী উপরূপে ভ্রমণ করিলে যে ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবেন উহার পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এতদুদ্দেশ্যে প্রণীতবা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৩। সম্মানী, ইত্যাদি।—(১) করপোরেশন উহার কোন কর্মচারীকে সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব প্রবর্তনমুখ্য বা গবেষণা বা উন্নয়নমুখ্য কর্ম সম্পাদনের জন্য নগদ অর্থ আকারে বা অন্যবিধ ভাবে সম্মানী বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত না হইলে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন সম্মানী বা পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না।

৩৪। দায়িত্ব-ভাতা।—কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কমপক্ষে ২১ দিনের জন্য তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উচ্চতর কোন পদের দায়িত্ব পালন করিলে, তাহার মূল বেতনের শতাংশ ২০ ভাগ হারে দায়িত্ব-ভাতা প্রদান করা হইবে।

৩৫। উৎসব ভাতা ও বোনাস।—সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী আদেশমোতাবেক করপোরেশন এর কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা ও বোনাস প্রদান করা হইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চাকুরীর রক্তান্ত

৩৬। চাকুরীর রক্তান্ত।—(১) প্রত্যেক কর্মচারীর চাকুরীর রক্তান্ত পৃথক পৃথকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং উক্ত রক্তান্ত করপোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত চাকুরী বহিতে সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার চাকুরী বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপ দেখিবার পর উহাতে জিগিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বনিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী বহি দেখিবার সময় উহাতে কোন বিষয় ত্রুটিপূর্ণ-ভবে জিগিবদ্ধ হইয়াছে বা বাদে পড়িয়াছে বনিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন, এবং উক্ত কর্মকর্তা চাকুরী বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

৩৭। বাবির প্রতিবেদন।—(১) করপোরেশন উহার কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত বাবির এবং তাহদের অর্চন সম্পাদিত বাবির প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদন বাবির গোপনীয় প্রতিবেদন নামে অভিহিত হইবে, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন-বোধে করপোরেশন উহার কোন নির্দিষ্ট কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিবেদন-কারী কর্মকর্তার নিকট হইতে চাহিতে পারিবে।

(২) বেগন কর্মচারী তাহার গোপনীয় প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু উহাতে বেগন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে উহার বৈধিক্য প্রদান কিংবা তাহার নিজেকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হইবে।

#### সপ্তম অধ্যায়

#### সাধারণ আচরণ ও শৃংখলা

৩৮। আচরণ ও শৃংখলা।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের একত্মিকতা, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে অপততঃ কর্ম নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহার বা তাহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রদত্ত সবল আদেশ ও নির্দেশ পালন করিবেন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত করপোরেশন এর চাকুরী করিবেন।

(২) বেগন কর্মচারী—

(ক) বেগন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে টাকা দান বা অন্য বেগন উপরে সহায়তা করিবেন না এবং করপোরেশন এর স্বার্থের পরিপন্থি বেগন কর্মচারীকে নিজে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অবাবহিত উর্ধ্বতন কর্মচারীর পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্ব অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকুরীস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) করপোরেশন এর সহিত কোনদেন রহিয়াছে কিংবা কোনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বেগন দান বা উপহার গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) বেগন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) বেগন ব্যবসায়ের সঙ্গে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য বেগন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ বেগন ব্যবসায়ের পরিচালনা করিবেন না;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে, বাহিরের বেগন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরী গ্রহণ করিবেন না; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত বেগন খণ্ডগতীয় কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) বেগন কর্মচারী চেয়ারম্যানের নিকট বা উহার কোন উইরেক্টরের নিকট বেগন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না, বেগন নিবেদন থাকিলে, তাহা কর্মচারীর অবাবহিত উর্ধ্বতন কর্মচারীর মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) বেগন কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত বেগন দাবীর সমর্থনে করপোরেশন বা উহার বেগন কর্মচারীর উপর রাজনৈতিক বা অন্যবিধ প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) বেগন কর্মচারী তাহার বেগন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি বেগন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা অন্য বেগন বেসরকারী বা সরকারী ব্যক্তির সমর্থন প্রার্থনা করিবেন না।

(৬) যোগ্য কর্মচারী বরণপেশন এর বিষয়াদি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যক্তিক্রমের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সংবাদপত্র বা অন্য যোগ্য গণমাধ্যমের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

৩৯। দফের ভিত্তি।—ব্যক্তিক্রমের মতে যদি যোগ্য কর্মচারী,—

- (ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন, অথবা
  - (খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন, অথবা
  - (গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন, অথবা
  - (ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাওয়া ফেলেন, অথবা
  - (ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ন হন বা যুক্তিসংগতভাবে দুর্নীতিপরায়ন বলিয়া বিবেচিত হন, যথা—
    - (অ) তিনি বা তাহার যোগ্য পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার গৃহে অন্য যোগ্য ব্যক্তি তাহার প্রার্থ্যা অল্পের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তি দেখলে রাখেন যা তাহার অর্জনের যৌক্তিকতা দেখে ইতি তিনি ব্যর্থ হন, অথবা
    - (আ) তাহার প্রার্থ্যা অল্পের সংগে সংগতি রক্ষা না করিয়া জীবন যাপন করেন, অথবা
  - (চ) চুরি, আত্মসং, তহবিল তসরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন, অথবা
  - (ছ) বরণপেশন বা জাতীয় নিরাপত্তার হানিকার বা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত হন, বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে উক্ত ব্যক্তিগণ বরণপেশন বা জাতীয় নিরাপত্তা বা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং সেই কারণে তাহার চাকুরীতে রাখা সমীচীন নহে বলিয়া বিবেচিত হয়,
- তাহা হইলে ব্যক্তিক্রম উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারে।

৪০। দণ্ডসমূহ।—(১) এই প্রবিধানের অধীনে নিম্নরূপ দণ্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথা :—

- (ক) নিম্নরূপ লঘু দণ্ড, যথা,—
  - (অ) তিরস্কার,
  - (আ) নির্দিষ্ট মেসারদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা,
  - (ই) সাত দিনের মূল বেতনের সম পরিমাণ অর্ধদণ্ড।
- (খ) নিম্নরূপ গুরু দণ্ড, যথা,—
  - (অ) নিম্নগদে বা নিম্নতর বেতনক্রমে বা বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনতকরণ,
  - (আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত বরণপেশন এর অধিক ক্ষতির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য যোগ্য ক্ষতির পাওনা হইতে আদায়করণ,
  - (ই) চাকুরী হইতে অপসারণ, এবং
  - (ঈ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত।

(২) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে অপসারণিত হওয়ার ক্ষেত্রে নহে বরং চাকুরী হইতে বরখাস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, জবাবদাত বন্দোবস্তের শর্তে এর চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৪১। ধ্বংসাত্মক কর্মসূচীর পের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।—(১) প্রবিধান ৪০(ছ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কর্মসূচীর সূচনা করার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ :

- (ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশের উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য কোন প্রকার ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন;
- (খ) লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব বহুর সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবেন; এবং
- (গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটির নিম্ন উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বন্দোবস্তের শর্তে বা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেই ক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ কোন সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) এই প্রবিধানের অধীন কোন কর্মসূচীর তদন্ত সম্পন্ন করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কর্মচারীর পুনর্বিচার নিশ্চয় করেন এমন তিনজন কর্মচারীর সম্মুখে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিয়া কর্তৃপক্ষের নিম্ন উক্ত ফলাফল প্রতিবেদন আবেদন পেশ করিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত ব্যতিক্রম মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

৪২। দ্রুত দন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।—(১) এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কর্মসূচীর সূচনা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিযোগ পোষণ করে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দন্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইবে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির সত্যতা কার্য দিবসের মধ্যে তাহার অচরণের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনার্থ ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং
- (খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনার্থ ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনার্থ সুযোগ দেওয়ার পর অথবা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে দ্রুত দন্ড প্রদান করিতে পারে যাহতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিতভাবে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করার তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে সমগ্র কার্যক্রম সমাপ্ত হয় :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত সময়ের জন্য আবেদন করেন, তবে কর্তৃপক্ষ, যথাযথ মনে করিলে,



কৈফিয়ত পেশ করার জন্য দশটি কার্যদিবসে পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন :

আরও শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নীচে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ নিয়োগের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানের অধীন অনুমোদনযোগ্য সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবে কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তবে তিনি তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে সময় বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিবেন এবং আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ অনুরোধটি বিবেচনার পর যথাযথ মনে করিলে, অতিরিক্ত পনেরটি কার্যদিবসের জন্য উক্ত সময় বৃদ্ধি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন অথবা, প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত আদেশের তারিখ হইতে পনেরটি কার্য দিবসের মধ্যে এইরূপ তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৩) অধিকতর তদন্তের প্রতিবেদন প্রাপ্তির বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তাহাকে এই প্রবিধানের অধীন অবহিত করার তারিখ হইতে নব্বইটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহাত হইয়াছে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকিবেন, এবং উক্ত কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হইলে, তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার দায়ে এই প্রবিধানমালার অধীনে কার্যধারা সূচনা করা যাইতে পারে।

(৫) যেক্ষেত্রে প্রবিধান ৪০ এর দফা (ক), (খ) বা (ঘ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয়, এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কার দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগদান করতঃ, দণ্ডের স্বরূপ লিপিবদ্ধ করার পর, অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দণ্ড আরোপ করিতে পারে, তবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে অনুরূপ শুনানী ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত তিরস্কারের দণ্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘু দণ্ড আরোপ করা যাইবে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘু দণ্ড আরোপ করিতে হইবে।

৪৩। গুরু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।—(১) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত

পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরু দণ্ড আরোপ করার প্রয়োজন হইবে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

- (ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিষয় উহাতে ব্যক্ত করিবে, এবং যে সকল অভিযোগ এর ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হয় উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময় অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবে,
- (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করার পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দণ্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে মগরণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত সেরাদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সমস্ত বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করার জন্য দশটি কার্য দিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারে।

(২) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) (খ) তে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করেন সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি প্রমাণসহ তাহার লিখিত বিবৃতি বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করেন যে,—

- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;
- (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে দণ্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দান করিয়া তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে যে কোন একটি লঘু দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে, অথবা লঘু দণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান (৪৩) এর অধীনে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবে;
- (গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নাহে এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত বা বর্ণিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নাহে এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তার অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রবিশেষে, তদন্ত কমিটি তদন্তের আদেশদানের তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৪৫ এ বর্ণিত

পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন, এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি নিয়োগের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে না পারিলে, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া তদন্তের সময় বৃদ্ধির জন্য তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতে পারেন, এবং আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত অনুরোধ বিবেচনা করিয়া, প্রয়োজন মনে করিলে, অনুষ্ঠ বিশটি কার্যদিবস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারে।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে, এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপি সহ সিদ্ধান্তটি জানাইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তবে প্রস্তাবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কোন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে সাতটি কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ, উপ-প্রবিধান (৬) এ উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে, উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করার পর একশত আশিটি কার্য-দিবসের মধ্যে এই প্রবিধানের অধীনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে অনীত অভিযোগ হইতে আপনা হইতেই অব্যাহতি পাইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এইরূপ ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনি বা তাহারা ইহার কৈফিয়ত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং যদি উক্ত কৈফিয়ত সন্তোষ জনক না হয়, তবে তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার দায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৯) এই প্রবিধানের অধীনে তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন উক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তিসংগত কারণের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত হইতে হইবে।

(১০) এইরূপ সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৪। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্য প্রণালী—(১) তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুনানী অনুষ্ঠান করিবেন এবং, কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া, উক্ত গুনানী মূলতর্কী রাখিবেন না।

(২) এই প্রবিধানের অধীনে পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সকল অভিযোগ স্বীকার করেননি সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য গুনানীও লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উক্ত অভিযোগসমূহের ব্যাপারে প্রাসংগিক বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলী সাক্ষ্য বিবেচনা করা হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করার এবং তিনি নিজে সাক্ষ্য প্রদান করার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করার জন্য যোগ্য সাক্ষীকে তত্ত্ব করার আধিকারী হইবেন। অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তি ও অভিযুক্ত

ব্যক্তি এবং তাহার তত্ত্বাবধানে সাক্ষীগণকে জেরা করার অধিকারী হইবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসংগিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে নথির টোকার অংশ কোন প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে লিখিত বিরতি প্রদানে নির্দেশ দেওয়া হইবে, তিনি তাহা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন, এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, বরণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন নির্দিষ্ট সাক্ষিকে তত্ত্বাবধানে রাখিতে বা কোন নির্দিষ্ট সাক্ষী তত্ত্বাবধানে রাখিতে বা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগ ও উহার সমর্থনে অন্যান্য সকল বিষয় তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করিতেছেন বা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন তাহা হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিবেন, এবং ইহার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করেন সেই পদ্ধতিতে তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ উক্ত কর্মকর্তার কর্তৃত্বের প্রতি অবমাননাকর, তাহা হইলে তৎসম্পর্কিত প্রাসংগিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৪০(খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখ পূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন, তবে তিনি শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীনে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে পারেন, এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত কমিটির নিয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে এই প্রবিধানে তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় তদন্ত কমিটির ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এর অধীনে নিযুক্ত কমিটির কোন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে না।

৪৫। সাময়িক বরখাস্ত—(১) প্রবিধান ৪০ ও ৪১ এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরু দল্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচিন মনে করিয়া তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচিন মনে করিলে, এইরূপ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে, তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে মাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ ত্রিশটি কার্যদিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বাতিল হইয়া যাইবে, যদি না উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রবিধান ৪৪ এর অধীনে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তাহাকে অবহিত করা হয়।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতিতে বিবেচনার পর মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যাপারে তাহার বিরুদ্ধে অধিকতর তদন্তকার্য চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৪) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে, অনুরূপ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীগণের প্রতি প্রযোজ্য বিধি বা নির্দেশ অনুযায়ী, উহাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৫) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ [কারাগারে সোপর্দ অর্থে হেফাজতে (custody) রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে] কর্মচারীকে প্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালী অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকী ভাতা পাইবেন।

৪৬। পুনর্বহাল—(১) যদি প্রবিধান ৪২(ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত, বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা, ক্ষেত্রবিশেষ, তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং ঐ ছুটি কালীন সময়ে তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্ত কোন কর্মচারীকে পুনর্বহালের বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা (Bangladesh Service Rules) প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

৪৭। ফৌজদারী মামলা, ইত্যাদিতে আবশ্যিক কর্মচারী—(১) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কতব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে মামলা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য তিনি কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা উক্ত সোপর্দ থাকাকালীন অন্যান্য ভাতাদি (খোরাক ভাতা ব্যতীত) পাইবেন না। মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদি, উক্ত ঋণ বা অপরাধ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির পর, সম্ভবপর করা হইবে। তিনি অভিযোগী হইতে খাল্লাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমানিত হইলে, তাহার প্রাপ্য বেতন-ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে। এইরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা

হইলে, উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তৃবরণে ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উক্তরূপে প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি বারদ সম্পূর্ণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত সময় কর্তৃব্যকাল ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ সেই মর্মে নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৪৮। আদেশের বিরুদ্ধে আপীল—(১) কোন কর্মচারী করপোরেশন কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যেকোনো অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেক্ষেত্রে যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের প্রস্তাব করা হয়, সেই কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন তাহার নিকট, অথবা যেকোনো নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ আদেশদান করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট, আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন, যথাঃ—

- (ক) এই প্রবিধানমাল্লা, নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কিনা;
- (খ) অভিযোগ সমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায় সংগত কিনা;
- (গ) অরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনার পর আপীল কর্তৃপক্ষ যে আদেশ দান করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, আপীল দায়েরের ষাটটি কার্যদিবসের মধ্যে, সেই আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে করপোরেশন বা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষ হিসাবে দণ্ড আরোপ করে, সেই ক্ষেত্রে করপোরেশন বা ক্ষেত্রমত চেয়ারম্যান এর আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করা চলিবে না, তবে করপোরেশন বা ক্ষেত্রমত চেয়ারম্যানের নিকট বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাইবে এবং করপোরেশন বা ক্ষেত্রমত চেয়ারম্যান উহার উপর প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্তে উহার কারণ সংক্ষিপ্ত আকারে জিগিবদ্ধ করিয়া দরখাস্তের সহিত প্রাসংগিক কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে।

৪৯। আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিলের সময়সীমা—যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল করা হইবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী/তৎসম্পর্কে অব্যবহিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপীল বা ক্ষেত্রমত পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল না করিলে উক্ত আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত গ্রহণ যোগ্য হইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ মনে করিলে আপীল কর্তৃপক্ষ বা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ মেয়াদ উক্ত তিন মাস অতিব্যবহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে কোন আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারেন।

৫০। আদালতে বিচারার্থীন কার্যধারা।—(১) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে একই বিষয়ের উপর কোন মৌজদারী মামলা বা অইনগত কার্যধারা বিচারার্থীন থাকিলে, উহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সমাধানের ব্যাপারে কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু যদি

কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারা, উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত আইনগত কার্যধারা নিষ্পত্তি বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ দণ্ডারোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী Government Servants Special Provision Ordinance, 1979 এ বর্ণিত কোন অপরাধ বাতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত কর্মচারীকে এই বিধিমাচার অধীনে শাস্তি প্রদান করা হইবে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবে।

(৩) এই বিধির অধীনে কোন কর্মচারীকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারে এবং এইরূপ দণ্ড প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও ঐ কর্মচারীকে কোন সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৩) এর অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, তৎসম্পর্কে কর্তৃপক্ষ করপোরেশন অথবা করপোরেশন নিজেই কর্তৃপক্ষ হইলে, সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

### অষ্টম অধ্যায়

#### অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৫১। ভবিষ্য তহবিল।—(১) করপোরেশন উহার কর্মচারীগণের জন্য একটি তহবিল গঠন করিবে, যাহাতে প্রত্যেক কর্মচারী এবং করপোরেশন, সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে টাকা প্রদান করিবে এবং উক্ত তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সরকার কর্তৃক প্রণীত Contributory Provident Fund Rules, 1974 প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান সত্ত্বেও, এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান অংশ প্রদায়ক ভবিষ্যৎ তহবিল, অতঃপর উক্ত তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, এই প্রবিধানের অধীনে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত তহবিলে উক্তরূপে প্রবর্তনের পূর্বে টাকা প্রদান ও উহা হইতে অগ্রিম প্রদানসহ যাবতীয় কার্যক্রম এই প্রবিধানমালার অধীনে গ্রহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫২। আনুতোষিক।—(১) নিম্নোক্ত যেকোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথা :—

- (ক) যিনি করপোরেশন এ কমপক্ষে তিন বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং শাস্তি স্বরূপ চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত হন নাই বা যাহার চাকুরীর অবসান ঘটান হয় নাই,
- (খ) কমপক্ষে তিন বৎসর চাকুরী করিবার পর যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকুরী হইতে পদত্যাগ বা চাকুরী ত্যাগ করিয়াছেন।
- (গ) তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ কারণে যে কর্মচারীর চাকুরীর অবসান হইয়াছে, যথা :—
- (অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদ সংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরী হইতে ছাটাই হইয়াছেন।

- (আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসামর্থ্যের কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত করা হইয়াছে, অথবা
- (ই) চাকুরীরত থাকাকালে তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে একশত বিশটি কার্যদিবসে বা তদূর্ধ্ব কোন সময়ের চাকুরীর জন্য এক মাসের মূল বেতনের হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গ্রহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন, এবং ফরমটি উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে, মনোনয়ন পত্রে তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিক এর সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী যে কোন সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারেন এবং এইরূপ বাতিল করিলে, তিনি উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) এর বিধান অনুসারে একটি নতুন মনোনয়নপত্র জমা দিবেন।

(৭) কোন কর্মচারী মনোনয়নপত্র জমা না দিয়া মৃত্যু বরণ করিলে, তাহার আনুতোষিক এর টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৫৩। অবসর ভাতা ও অবসর জনিত সুবিধাদি।—(১) করপোরেশন, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা, সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল, অবসর ভাতা ও অবসর জনিত সুবিধাদি পরিকল্পনা চালু করিতে পারিবে এবং এইরূপ পরিকল্পনা সংকুলান যাবতীয় বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা ও সরকার কর্তৃক তৎসম্পর্কে সমস্ত সময় জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত পরিকল্পনা চালু করা হইলে, প্রত্যেক কর্মচারী, করপোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে, উক্ত পরিকল্পনার আওতাধীন হইবার বা না হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৩) উক্ত পরিকল্পনার আওতাধীন হইবার জন্য উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন ইচ্ছা প্রকাশকারী কোন কর্মচারী উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের সময় অংশপ্রদায়ক ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কর্মচারী হইয়া থাকিবে,—

- (ক) উক্ত তহবিলে তাহার প্রদত্ত চাঁদা উহার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে,



- (খ) করপোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ করপোরেশন ফেরত পাইবে এবং করপোরেশন উক্ত চাঁদা ও সুদ, উহার সিদ্ধান্ত মতাবেক অবসর ভাতা পরিকল্পনা বা অন্য কোন খাতে ব্যবহার করিতে পারিবে।
- (গ) করপোরেশন এর সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, তাহার পূর্বতন চাকুরীকাল অবসর ভাতা ও অবসর জনিত সুবিধাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে।

### নবম অধ্যায়

#### অবসর গ্রহণ, চাকুরী অবসান, ইত্যাদি

৫৪। অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগে।—অবসর গ্রহণ এবং উহার পর পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে Public Service Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৫৫। চাকুরীর অবসান।—(১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে এক মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোন শিক্ষানবিশের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে, এবং এইরূপে চাকুরী অবসানের কারণে শিক্ষানবিশ কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(২) এই প্রবিধানমালার ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন করপোরেশন, কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে তিন মাসের আগাম নোটিশ দিয়া অথবা তৎপরিবর্তে তিন মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া যে কোন কর্মচারীর চাকুরী অবসান ঘটাইতে পারে।

৫৬। ইস্তফাদান, ইত্যাদি।—(১) কোন কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখ পূর্বক তিন মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া চাকুরী ত্যাগ করিতে বা চাকুরী হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি করপোরেশনকে তাহার তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিশ তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং, এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি করপোরেশনকে তাহার এক মাসের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে তিনি করপোরেশন এর চাকুরীতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, করপোরেশন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তে কোন কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনমতি দিতে পারে।

## দশম অধ্যায়

## বিবিধ

৫৭। অসুবিধা দূরীকরণ।—যে ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার কোন বিষয়ে সরকারী কর্ম-চারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন বিধিমালা বা আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োগ বা অনুসরণের বিধান আছে, কিন্তু উহা প্রকৌণে বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে করপোরেশন সরকারের কোন সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে করপোরেশন এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত Regulations ও Deed of Trust রহিত করা হইল, যথাঃ—

- (ক) The Bangladesh Textile Mills Corporation (Service) Regulations, 1981.
- (খ) Bangladesh Textile Industries Corporation Officers & Employees Provident Fund.
- (গ) Deed of Trust.

(২) এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে রহিত Regulations ও Deed of Trust এর অধীনে কোন বিষয় নিষ্পন্নধীন থাকিলে উহা যতদূর সম্ভব এই প্রবিধানমালার বিধানাবলী অনুসারে নিষ্পন্ন করা হইবে।

পরিচালক পর্ষদের আদেশক্রমে

এম, আই, চৌধুরী

সচিব।

তফসিল

(প্রবিধান ২ছ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং।	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স-সীমা।	নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	সচিব	অনুর্ধ্ব ৪৫ বৎসর।	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) সরকার কর্তৃক প্রেরণে বদলীর মাধ্যমে।	..	যুগ্ম-সচিব পদে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।
২	মহা-বাবস্থাপক(মিল প্রধান) এবং অধ্যক্ষ, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার/হেড অব অপারেশন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ডেভে- লপমেন্ট সেন্টার।	ঐ	পদোন্নতির মাধ্যমে এবং পদোন্নতির জন্য যোগ্যপ্রার্থী না পাওয়া গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী/টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি কনো- মাজীতে স্নাতক/টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি কনো- মাজীতে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটসহ বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী/ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	উপ-মহা-বাবস্থাপক পদে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।
৩	মহা-বাবস্থাপক (কমচারী সংযোগ)	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের অভি- জ্ঞতাসহ স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী অথবা ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী/আইন স্নাতক ডিগ্রী, কম্পি বাবস্থাপনা অথবা শিল্প বাবস্থাপনায় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত প্রার্থীদেরকে অগ্রাধি- কার দেওয়া হইবে।	উপ-মহা-বাবস্থাপক পদে কম- পক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৪	চীফ, কোম্পানী এফেরাস অনর্ধ ৪৫ বৎসর।	পদোন্নতির মাধ্যমে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী ন পাওয়া গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	এ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/অইনে স্নাতক ডিগ্রী অথবা ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	এডিশনাল চীফ, কোম্পানী এফেরাস অথবা উপ-মহাবাহু'প'ক পদে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।
৫	চীফ, পাবলিক রিভেন্যু	এ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স'ব্বাদিকতা/মাস কমিউনিকেশন/সিআজ বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	উপ-মহাবাহু'প'ক পদে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।	
৬	চীফ, প্লানিং এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল	এ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	এডিশনাল চীফ, প্লানিং এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অথবা উপ-মহাবাহু'প'ক পদে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।	
৭	চীফ, ইনকোয়ারারী সেক	এ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	এডিশনাল চীফ, ইনকোয়ারারী অথবা উপ-মহাবাহু'প'ক পদে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।	
৮	মহা-বাহু'প'ক (কম)	এ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অর্থনীতিতে/বাণিজ্য বা ব্যবসা প্রশাসন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	উপ-মহাবাহু'প'ক পদে কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা।	

- ৯ মহা-ব্যবস্থাপক (মিপিং অফিস)।  
ঐ  
ঐ  
উপ-মহা-ব্যবস্থাপক পদে কম-পক্ষে ৩ বৎসরের চাকরী।
- ১০ মহা-ব্যবস্থাপক(বিক্রয়)/মহা-ব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও প্রদর্শনী)।  
ঐ  
ঐ  
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/২০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।  
উপ-মহা-ব্যবস্থাপক পদে কম-পক্ষে ৩ বৎসরের চাকরী।
- ১১ প্রধান হিসাব রক্ষক/প্রধান হিসাব রক্ষক (পরিচালনা)।  
ঐ  
ঐ  
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট/অনুষ্ঠিত-টিউট অংকত এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস অথবা ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রণয়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য স্নাতক ডিগ্রী।  
অতিরিক্ত প্রধান হিসাব রক্ষক/অতিরিক্ত প্রধান হিসাব রক্ষক (পরিচালনা) পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকরী।
- ১২ প্রধান নিরীক্ষক/প্রধান অর্থ কর্মকর্তা।  
ঐ  
ঐ  
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট/অনুষ্ঠিত-টিউট অংকত এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস অথবা ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রণয়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য স্নাতক ডিগ্রী।  
অতিরিক্ত প্রধান নিরীক্ষক/অতিরিক্ত প্রধান অর্থ কর্মকর্তা পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকরী।

১	২	৩	৪	৫	৬
১৩	মহা-ব্যবস্থাপক(উৎপাদন) অনূর্ধ্ব ৪৫ বৎসর।	পদোন্নতির মাধ্যমে এবং পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ১৫ বৎসরের অতিরিক্ত-ভাস্কর টেক্সটাইল টেকনোলজী, স্নাতক ডিগ্রী।	উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে কর্মপক্ষে ও বৎসরের চাকরী।
১৪	প্রধান প্রকৌশলী(পুর)/প্রধান প্রকৌশলী(রক্ষণাবেক্ষণ)।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ১৫ বৎসরের অতি-উচ্চতাসহ প্রকৌশলী (পুর)তে বা প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এ স্নাতক ডিগ্রী।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) পদে কর্মপক্ষে ও বৎসরের চাকরী।
১৫	প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ১৫ বৎসরের অতি-উচ্চতাসহ এম.বি.বি.এস।	অতিরিক্ত প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা পদে কর্মপক্ষে ও বৎসরের চাকরী।
১৬	উপ-মহাব্যবস্থাপক/মিল প্রধান/সিনিয়র কাউন্সিলর, বৎসর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডেপু-ম্যানেজিং সেক্টর।	অনূর্ধ্ব ৪০	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ১২ বৎসরের অতি-উচ্চতাসহ সমাজ বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় সত্যিকাকৃত ডিগ্রী অথবা ১৭ বৎসরের অতিরিক্তসহ স্নাতক ডিগ্রী।	ব্যবস্থাপক/কাউন্সিলর পদে কর্মপক্ষে ও বৎসরের চাকরী।
১৭	মুদ্র-সচিব	ঐ	ঐ	ঐ	উপ-সচিব পদে কর্মপক্ষে ও বৎসরের চাকরী।
১৮	জ্যেষ্ঠ উপ-প্রধান(পরিকল্পনা)/জ্যেষ্ঠ উন্নয়ন কর্মকর্তা (পরিকল্পনা)।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ১২ বৎসরের অতি-উচ্চতাসহ অর্থনীতিতে সত্যিকাকৃত ডিগ্রী।	উপ-প্রধান (পরিকল্পনা)/ উন্নয়ন কর্মকর্তা (পরিকল্পনা) পদে কর্মপক্ষে ও বৎসরের চাকরী।



১	২	৩	৪	৫	৬
২৩	অতিরিক্ত প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা।	অনুর্ধ্ব ৪০ বৎসর।	পাদোন্নতির মাধ্যমে এবং পাদোন্নতির যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ কৃষিতে স্বাতন্ত্র্যের ডিগ্রী অথবা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ কৃষিতে স্বতন্ত্র ডিগ্রী।	উপ-প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
২৪	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ প্রকৌশলী (পুর)তে স্বতন্ত্র ডিগ্রী/প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)এ স্বতন্ত্র ডিগ্রী।	উপ-প্রধান প্রকৌশলী(পুর)/উপ-প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
২৫	অতিরিক্ত প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ এম,বি,বি,এস।	উপ প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
২৬	বাবস্থাপক (মিল প্রধান)/উপ-সচিব/বাবস্থাপক (কর্মচারী সংযোগ)/বাবস্থাপক (প্রশাসন)/ব.উন্নিয়ন (টেস্টাইন ইণ্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট সেক্টর)।	অনুর্ধ্ব ৩৫ বৎসর।	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ সমাজ বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের ডিগ্রী অথবা ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্বাতন্ত্র্য ডিগ্রী। ডি.প্র.মা.ইন পাবসোনাল ম্যানেজমেন্ট/ডিপ্লোমা ইন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মানেজমেন্ট/আইন স্নাতক ডিগ্রী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	বাবস্থাপক/জোড় সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (কর্মচারী সংযোগ) পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
২৭	উপ-প্রধান (পরিবহন)	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অর্থনীতিতে স্বাতন্ত্র্যের ডিগ্রী অথবা ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্বাতন্ত্র্য ডিগ্রী।	সহকারী প্রধান (পরিবহন) পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।



২৮ উপ-প্রধান (ইনকোয়ারী)	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সহ সমাজ বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	সহকারী প্রধান ইনকোয়ারী পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকরী।
২৯ আইন কর্মকর্তা	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সহ স্নাতক ডিগ্রী।
৩০ ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য)/ ব্যবস্থাপক(কয়)/ব্যস্থাপক (বিক্রয়)/ব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও প্রদর্শনী)।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ অর্থনীতি/বাণিজ্য/ব্যবসা/প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	সহকারী ব্যবস্থাপক(বাণিজ্য)/ সহকারী ব্যবস্থাপক (কয়)/ সহকারী ব্যবস্থাপক (বিক্রয়)/ সহকারী ব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও প্রদর্শনী) পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকরী।
৩১ উপ-প্রধান হিসাব রক্ষক/ কাউন্সিলর (টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট সেক্টর)/ব্যবস্থাপক (নো নোজমেন্ট ইনকরমেশন সিস্টেম)/উপ-প্রধান হিসাব রক্ষক(পেরিবার)/উপ-প্রধান নিরীক্ষক/উপ-প্রধান অর্থ কর্মকর্তা/উপ-প্রধান বীমা কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা সহ চার্টেড একাউন্টেন্টস/কন্স্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস/বাণিজ্য/স্নাতকোত্তর অথবা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	সহকারী প্রধান হিসাব রক্ষক/ সহকারী ব্যবস্থাপক (ম্যানেজ- মেন্ট ইনকরমেশন সিস্টেম)/ সহকারী প্রধান হিসাব রক্ষক (পেরিবার) / সহকারী প্রধান নিরীক্ষক/সহকারী প্রধান অর্থ কর্মকর্তা/সহকারী প্রধান বীমা কর্মকর্তা পদে ৩ বৎসরের চাকরী।

৬

৫

৪

৩

২

১

৩২ ব্যবস্থাপক(কারিগরি)/ ব্যবস্থাপক(উৎপাদন)/ ব্যবস্থাপক(ডেইং/ফিনিশিং)/ ব্যবস্থাপক(মান নিয়ন্ত্রণ)/ কার্জনসমূহ(টেক্সটাইল ইণ্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট সেক্টর)।	অনূর্ধ্ব ৩৫ বৎসর	পদোন্নতির পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞ- তাসহ টেক্সটাইল টেকনোলজীতে ডিগ্রী অথবা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞ- তাসহ টেক্সটাইল টেকনোলজীতে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট।	সহকারী ব্যবস্থাপক(কারিগরি)/ সহকারী ব্যবস্থাপক(উৎপাদন)/ সহকারী ব্যবস্থাপক(ডেইং, ফিনিশিং ও ফিনিশিং/সহকারী ব্যবস্থাপক(মান নিয়ন্ত্রণ) পদে ও বৎসরের চাকুরী।
৩৩ উপ-প্রধান, তুলা উন্নয়ন	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞ- তাসহ কৃষিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রী।	সহকারী প্রধান তুলা উন্নয়ন পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৩৪ উপ-প্রধান প্রকৌশলী(পুর)/ উপ-প্রধান প্রকৌশলী(যান্ত্রিক)/ উপ-প্রধান প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ)।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের অভি- জ্ঞতাসহ প্রকৌশলী(পুর)/প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এ স্নাতক ডিগ্রী।	সহকারী প্রধান প্রকৌশলী(পুর)/ সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/সহকারী প্রধান প্রকৌ- শলী (বিদ্যুৎ) পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৩৫ উপ-প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৬ বৎসরের অভি- জ্ঞতা সহ এম,বি,বি,এস।	সহকারী প্রধান চিকিৎসা কর্ম- কর্তা পদে কমপক্ষে ৩ বৎস- রের চাকুরী।
৩৬ জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব/ সহকারী ব্যবস্থাপক(কমচারী সংযোগ)/জ্যেষ্ঠ সমন্বয় কর্মকর্তা/জ্যেষ্ঠ নির্বাহী কর্মকর্তা/সহকারী ব্যবস্থাপক	ঐ	ঐ	৭ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকো- ত্তর ডিগ্রী/ডি.প্রা.মা-ইন-পাসে নোল য়ানেজমেন্ট/ডি.প্রা.মা-ইন-ইণ্ডাস্ট্রি- য়াল মানেজমেন্ট/আই.ইন স্নাতক ডিগ্রীধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার	সহকারী সচিব/সমন্বয় কর্মকর্তা নির্বাহী কর্মকর্তা পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।

(প্রশাসন)/সহকারী ব্যবস্থাপক  
(মেবার)/সহকারী প্রধান  
(পরিচালনা)।

৩৭ জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা কর্মকর্তা

ঐ

দেওয়া হইবে।

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদে কমপক্ষে অথবা ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৩ বৎসরের চাকুরী।  
স্নাতক ডিগ্রী।

৩৮ সহকারী ব্যবস্থাপক(বাণিজ্য)/  
সহকারী ব্যবস্থাপক(কুর)/  
সহকারী ব্যবস্থাপক(বিক্রয়)/  
সহকারী ব্যবস্থাপক(বিক্রয়  
ও প্রদর্শনী)।

ঐ

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা-  
সহ স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী বা বঙ্গা  
প্রশাসনে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী।

বাণিজ্যিক কর্মকর্তা পদে কম-  
পক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।

৩৯ সহকারী প্রধান হিসাব রক্ষক/  
সহকারী প্রধান হিসাব রক্ষক  
(পরিবায়ন)/সহকারী প্রধান  
অর্থ কর্মকর্তা/সহকারী প্রধান  
বীমা কর্মকর্তা।

ঐ

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞ-  
তাসহ বাণিজ্য স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী  
অথবা ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ  
বাণিজ্য স্নাতক ডিগ্রী। চ ট ড  
একাউন্টেন্ট ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রী-  
ধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া  
হইবে।

হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা পদে  
কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।

৪০ সহকারী ব্যবস্থাপক(উৎপাদন)/  
সহকারী ব্যবস্থাপক(স্পিনিং)/  
সহকারী ব্যবস্থাপক(উইভিং)/  
সহকারী ব্যবস্থাপক(ডাইং  
এও ফিনিশিং)/সহকারী  
ব্যবস্থাপক(রক্ষণাবেক্ষণ)/  
সহকারী ব্যবস্থাপক(মান  
নিয়ন্ত্রণ)।

ঐ

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা-  
সহ টেক্সটাইল টেকনোলোজীতে  
স্নাতক ডিগ্রী।

স্পিনিং স্নাতক, উইভিং স্নাতক  
পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের  
চাকুরী।

৬

৫

৪

৩

২

১

৪১	জ্যেষ্ঠ তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা	অনুর্ধ্ব ৩৫ বৎসর।	পদোন্নতির মাধ্যমে এবং পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা- সহ কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রী।	তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে কর্মপক্ষে ও বৎসরের চাকুরী।
৪২	সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (পুর) সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)/সহকারী প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা- সহ প্রকৌশলী (পুর)তে স্নাতক ডিগ্রী/ (যান্ত্রিক)/বিদ্যুৎতে স্নাতক ডিগ্রী।	সহকারী প্রকৌশলী (পুর)/ সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)/ সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)। সহকারী প্রকৌশলী (রফনা-বেসন) পদে কর্মপক্ষে ও বৎসরে চাকুরী।
৪৩	সহকারী প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা- সহ এম. বি. বি. এস।	সহকারী চিকিৎসা কর্মকর্তা পদে কর্মপক্ষে ও বৎসরের চাকুরী।
৪৪	সহ-সচিব/সময় কর্মকর্তা/ প্রম কন্ঠাণ কর্মকর্তা/নির্বাহী কর্মকর্তা/কর্মচারী সংযোগ কর্মকর্তা/ইনকোয়ার অফিসার।	অনুর্ধ্ব ৩০ বৎসর।	৫০% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে পদোন্নতির জন্য নির্ধারিত কোটা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা যাইবে।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা- সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/অথবা ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা সহ স্নাতক ডিগ্রী এবং ডি:গ্রামা ইন পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট/ডি:গ্রামা ইন ইণ্ডিষ্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট।	সহ: সময় কর্মকর্তা/সহ: প্রম কন্ঠাণ কর্মকর্তা পদে কর্মপক্ষে ও বৎসরের চাকুরী।
৪৫	প্রধান শিক্ষক	অনুর্ধ্ব ৪৫ বৎসর।	ঐ	মাষ্টার অব এডুকেশন/বার্চেনার অব এডুকেশন সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১০ বৎসরের	সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে কর্মপক্ষে ও বৎসরের চাকুরী।

অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী তৎসহ  
সালটার অব এডুকেশন/ব্যাচেলার  
অব এডুকেশন।

৪৬ স্নাতক কর্মকর্তা	অনুর্ধ্ব ৩০ বৎসর।	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা- সহ স্নাতোত্তর ডিগ্রী অথবা ৮ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	সহকারী স্নাতক কর্মকর্তা পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৪৭ গবেষণা কর্মকর্তা(পরিচালনা)/ ফাইন্যান্সিয়াল এনালিস্ট।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা- সহ অর্থনীতিতে বা ব্যবসা প্রশাসনে স্নাতোত্তর ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৪৮ তথ্য কর্মকর্তা/সাইব্রেরীয়ান	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতোত্তর ডিগ্রী অথবা ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী। সাংবাদি- কতার ডিগ্রী/ডিগ্রামা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	সহকারী তথ্য কর্মকর্তা/ সহকারী সাইব্রেরীয়ান পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৪৯ নিরাপত্তা কর্মকর্তা	ঐ	ঐ	৬ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী	সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৫০ বাণিজ্যিক কর্মকর্তা/কৃষ কর্মকর্তা/বিক্রয় কর্মকর্তা/ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কর্মকর্তা/ শিপিং কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্যে বা ব্যবসা প্রশাসনে স্নাতোত্তর ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৬ বৎ- সরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী।	সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা/ সহকারী কৃষ কর্মকর্তা/সহকারী বিক্রয় কর্মকর্তা/সহকারী বিক্রয় ও প্রদর্শনী কর্মকর্তা/সহকারী শিপিং কর্মকর্তা পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।

১	২	৩	৪	৫	৬
৫১	হিসাব কর্মকর্তা/অর্থ কর্মকর্তা/হিসাব কর্মকর্তা (পরিবার)/বীমা কর্মকর্তা/নিরীক্ষা কর্মকর্তা।	অনুর্ধ্ব ৩০ বৎসর।	৫০% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেল পদোন্নতির জন্য নির্ধারিত কোর্স সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা যাইবে।	৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য বা ব্যবসা প্রণয়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য স্নাতক ডিগ্রী।	সহকারী হিসাব কর্মকর্তা/সহ কর্মকর্তা/সহকারী হিসাব কর্মকর্তা (পরিবার)/সহকারী বীমা কর্মকর্তা/সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা;পদে কর্মপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৫২	স্পিনিং মাস্টার/উইভিং মাস্টার/এই ডাইং, প্রিন্টিং এন্ড ফিনিশিং মাস্টার/এনগ্রোভিং মাস্টার/স্পিনিং মাস্টার(মেইনটেনেন্স)/উইভিং মাস্টার(মেইনটেনেন্স)/ডাইং, প্রিন্টিং এবং ফিনিশিং মাস্টার(মেইনটেনেন্স)/মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা/ইনসপেক্টর, টেক্সটাইল ইণ্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার।	এ	এ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ টেক্সটাইল ইনস্ট্রুমেন্টালজীতে স্নাতক ডিগ্রী।	সহকারী স্পিনিং মাস্টার/সহকারী উইভিং মাস্টার/সহকারী ডাইং মাস্টার পদে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৫৩	উৎপাদন কর্মকর্তা	এ	১০০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	টেক্সটাইল ইনস্ট্রুমেন্টালজীতে স্নাতক ডিগ্রী।	সহকারী ডিজাইনার পদে কর্মপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী এবং ফাইন আর্টিস্ট এ স্নাতক ডিগ্রী থাকিতে হইবে।
৫৪	ডিজাইনার	এ	৫০% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ফাইন আর্টিস্ট এ ডিগ্রীধারী।	সহকারী ডিজাইনার পদে কর্মপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী এবং ফাইন আর্টিস্ট এ স্নাতক ডিগ্রী থাকিতে হইবে।
৫৫	তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা		৫০% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	স্নাতক (কৃষি) ডিগ্রী। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রকৌশলিক অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	সহকারী তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে কর্মপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী এবং স্নাতক (কৃষি) ডিগ্রী।

- ৫৬ সহকারী প্রকৌশলী(পুর)/  
সহকারী প্রকৌশলী  
(যান্ত্রিক)/সক্ষণাবেক্ষণ।
- ঐ
- ঐ
- ৫৭ জুমি-দখল কর্মকর্তা
- ঐ
- ঐ
- ৫৮ সহকারী চিকিৎসা  
কর্মকর্তা।
- ঐ
- শুধুমাত্র সরাসরি
- ৫৯ সহ-সম্পন্ন কর্মকর্তা/  
সহকারী প্রশাসনিক  
কর্মকর্তা/সহকারী কর্ম-  
চারী সংযোগ কর্মকর্তা/  
সহকারী প্রশাসন কর্মকর্তা/  
সহকারী প্রশাসনিক  
কর্মকর্তা/সহকারী ডাঙার  
কর্মকর্তা/সহকারী গবে-  
ষণা কর্মকর্তা/সহকারী  
স্ব-ইনস্পেক্টর এনালিস্ট/  
সহকারী তথ্য কর্মকর্তা/  
সহকারী লাইব্রেরিয়ান/  
সহকারী এক-জিকিউটিভ  
কর্মকর্তা।
- ঐ
- শুধুমাত্র সরাসরি
- ৬০ সহ-সহকারী প্রকৌশলী পদে  
কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকরী  
এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক  
ডিগ্রী থাকিতে হইবে।
- ঐ
- ৬১ সহকারী জুমি দখল কর্মকর্তা  
কর্তার ডিগ্রী অথবা জরিপ কাজে  
প্রশিক্ষণ ও কাননগো এবং  
জরিপ কাজে ৫ বৎসরের অভি-  
জ্ঞতা সহ স্নাতক ডিগ্রী।
- ঐ
- এম, বি, বি, এস (ইন্টারন্যাশনাল সহ)
- ৬২ সহকারী পদে কমপক্ষে  
দশতর সহকারী পদে কমপক্ষে  
৩ বৎসরের চাকরী।
- ঐ
- সংশ্লিষ্ট বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারিং এ  
স্নাতক ডিগ্রী।
- ঐ
- ৭০% পদোন্নতির মাধ্যমে  
এবং ৩০% সরাসরি  
নিয়োগের মাধ্যমে।
- সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসহ  
স্নাতক ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট  
ক্ষেত্রে ৪ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ  
স্নাতক ডিগ্রী। শিল্প ব্যবস্থাপনায়  
বা পোস্টগ্রেজুয়েট স্নাতক  
ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রার্থীদেরকে  
অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
- ঐ
- ৭০% পদোন্নতির মাধ্যমে  
এবং ৩০% সরাসরি  
নিয়োগের মাধ্যমে।
- পদোন্নতির জন্য যোগ্য  
প্রার্থী পাওয়া না গেলে  
কোটা পরিবর্তন করিয়া  
সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে  
পদটি পূরণ করা হইবে।

৬

৫

৪

৩

২

৬০	সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা।	১৮ হইতে ২৭ বৎসর (৩ বৎসর নিখিলযোগ্য)।	৭০% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৩০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে কোটা পরিবর্তন করিয়া সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পদটি পূরণ করা যাইবে।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী। মৃত্যুশ্রদ্ধা/অবসর প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ, এস, সি, পর্যন্ত নিখিলযোগ্য।	নিরাপত্তা পরিদর্শক হিসাবে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৬১	সহকারী বাণিজ্যিক কর্মকর্তা/সহকারী কন্স. কর্মকর্তা/সহকারী বিক্রয় কর্মকর্তা/সহকারী বিক্রয় ও প্রদর্শনী কর্মকর্তা/সহকারী শিপিং কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	বাণিজ্যিক বিভাগে স্নাতোকত্তর ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য স্নাতক ডিগ্রী।	সংশ্লিষ্ট বিভাগের দপ্তর সহকারী পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৬২	সহকারী হিসাব কর্মকর্তা/সহকারী হিসাব কর্মকর্তা (গরিবায়)/সহকারী নিরীক্ষা কর্মকর্তা/সহকারী বীমা কর্মকর্তা।	ঐ	ঐ	বাণিজ্যিক বিভাগে স্নাতোকত্তর ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৬ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্য স্নাতক ডিগ্রী।	সংশ্লিষ্ট বিভাগের দপ্তর সহকারী পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৬৩	সহকারী স্পিনিং মাস্টার/সহকারী উইভিং মাস্টার/সহকারী ডাইং, প্রিন্টিং এবং ফিনিশিং মাস্টার।	ঐ	ঐ	৬ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ টেক্সটাইল টেকনোলজীতে ডিপ্লোমা।	শিফট ইনচার্জ পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।



সহকারী এনাগ্রাফিৎ  
মাষ্টার/সহকারী নিটিং  
মাষ্টার/সহকারী স্পিনিং  
মাষ্টার (সেইনটিনস)  
সহকারী উইজিং মাষ্টার/  
(সেইনটিনস)/সহকারী  
ডাইং প্রিন্টিং এবং  
ফিনিশিং (সেইনটিনস)/  
সহকারী মান-নিয়ন্ত্রণ  
কর্মকর্তা।

৬৪	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পুর)/উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)/উপ- সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক/অটো)।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রকৌশলীতে ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বৎসরের অভি- ভাসম্পন্ন প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।	ফোরম্যান/সুপারভাইজার পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৬৫	দপ্তর সহকারী	ঐ	ঐ	কোন প্রতিষ্ঠানে প্রশাসন এবং প'সো- নেত্র মেট্রিক্স এ ও বৎসরের অভিজ্ঞতা সহ স্নাতক ডিগ্রী।	জ্যেষ্ঠ করণিক পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৬৬	অর্থ সহকারী	ঐ	ঐ	এন্ড, সিমেন্টারিস ইমপোর্ট এক্সপোর্ট এবং রিকনসিট্রিবিউশন অব ব্যাংক টেস্টমেন্ট ইত্যাদিতে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা- সহ স্নাতক ডিগ্রী।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ করণিক পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৬৭	নিরীক্ষা সহকারী	ঐ	ঐ	কোন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা এবং হিসাব এর উপর কমপক্ষে ৩ বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা- সহ বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ করণিক পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।

৬

৫

৪

৩

২

১

কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে অথবা যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ কর্মিক  
বেশন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে অথবা পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের  
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বা সেকটর করপো- চাকুরী।

রেশনে ও বৎসরের কাজের অভিজতা-  
সহ কমপক্ষে বাণিজ্য বিভাগে মাতক  
ডিগ্রী।

সরকারী আধা সরকারী/স্বায়ত্ত শাসিত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ কর্মিক  
সংস্থা/সেকটর করপোরেশন অথবা যে পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের  
কোন বড় শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী।

ব্যাপার পরিচালনা, গ্যাস স্কুল ইত্যাদিতে  
২ বৎসরের অভিজতাসহ মাতক  
ডিগ্রী। নিয়োগের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে  
এক্সজিউট ফিডেব্রিটি ব'ড, সি.টি-  
য়ুটি ব'ড, ইন্সুরেন্স গ্যারান্টি এবং  
সময় সময় সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য  
প্রয়োজনীয় নিয়ম বানুন নির্বাহিত  
বসিত হইবে।

কোন সেকটর করপোরেশন/বড় শিল্প সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ কর্মিক  
অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে/সরকারী পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের  
সংস্থায় তেটার পরিচালনার উপর ও চাকুরী।

বৎসরের অভিজতাসহ কমপক্ষে বাণিজ্য  
বিভাগে মাতক ডিগ্রী।

টেম্পটাইল টেকনোলজীতে ডিপ্লোমা অথবা ল্যাবরেটরী সহকারী পদে  
বেশন টেম্পটাইল নিলে টেটিং অব কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।

৬৮ হিসাব সহকারী/ ১৮ হইতে ২৭ ৫০% পদোন্নতির  
পরিবায়ন সহকারী। বৎসর মাধ্যমে  
ও বৎসর ৫০% সরাসরি  
শিক্ষণাযোগ্য নিয়োগের মাধ্যমে।

৬৯ ক্যান্সার

ঐ

ঐ

৭০ ভারতীয় সহকারী/  
তেটার কিপার।

ঐ

ঐ

৭১ জ্যেষ্ঠ ল্যাবরেটরী  
সহকারী।

ঐ

ঐ

ফাইবারস, ইয়ার্ন/ফেব্রিক্স/ডাইজ এবং ক্যান্টেকেলস্ মান-নিয়ন্ত্রণ এর উপর ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী। পরিসংখ্যানে প্রশিক্ষণ/জানসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৭২ ল্যাবরেটরী সহকারী

এ

এ

টেস্টটাইল টেকনোলজীতে ডিপ্লোমা অথবা ক্যান্টেকেলস্হ সহ বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী। কোন টেস্টটাইল নিলে চৌতিং অব ফাইবার ইয়ার্ন/ফেব্রিক্স ডাইস এবং ক্যান্টেকেলস্ অথবা কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে অভিজ্ঞতা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৭৩ নিরাপত্তা পরিদর্শক

এ

এ

নিরাপত্তা লাইনে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট এবং ফায়ার ফাইটিং ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকিতে হইবে। অবসর-প্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিদের বেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

৭৪] কেয়ার টেকার ]

এ

এ

কোন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে শেট/প্রপারটি মেন্টেইনিং এবং সুপারভাইজিং এ ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ স্নাতক ডিগ্রী। চাকুরী-রেকর্ড কিপিং নিয়ম এবং প্রসিডিউরস অব সিকিউরিটি মেজারস্ সম্পর্কে জ্ঞান থাকিতে হইবে।

৩

৫

৪

৩

২

১

৭৫	জেটি সুপারভাইজার	১৮ হইতে ২৭ বৎসর ৩ বৎসর	৫০% পদোন্নতির মাধ্যমে ৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	৫	জেটি/পোর্ট/কাল্টম এবং এ-সাইজ এ ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ দ্বিতীয় অথবা ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র জোঁচ করণিক পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা সহ উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট।
৭৬	শিফট ইনচার্জ	৫	৫	৫	২য় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট-সহ বঙ্গ মন্ত্রণালয়ের বঙ্গ দপ্তরের অধীনস্থ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট হইতে ২য় বিভাগে ট্রেড সার্টিফিকেট ইন টেক্সটাইল-সহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা।	সুপারভাইজার পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
৭৭	এন্টিমেটার/ড্রাকটম্যান	৫	৫	৫	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সহ সাব-ওয়ারপিয়ার পাস সার্টিফিকেট এবং মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাস অথবা যে কোন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হইতে ডিপ্লোমাসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট।	
৭৮	সুপারভাইজার	৫	৫	৫	২য় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট-সহ বঙ্গ মন্ত্রণালয়ের বঙ্গ দপ্তরের অধীনস্থ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট হইতে ২য় বিভাগে ট্রেড সার্টিফিকেট ইন টেক্সটাইল।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড সার্টিফিকেট-সহ ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জোঁচ করণিক।
৭৯	শেটনোগ্রাফার (ইংরেজী ও বাংলা)	৫	৫	৫	ইংরেজী ও বাংলা সাঁতিনিপিতে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ১০০ ও ৮০টি শব্দ	শেটনোগ্রাফার পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী এবং

নিখনের ক্ষমতা এবং ইংরেজী ও বাংলা সাইট লিপিতে  
টাইপে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৪৫ ও ১০০ ও  
৩০টি শব্দ টাইপের ক্ষমতাসম্পন্ন কম-  
পক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট।

ইংরেজী ও বাংলা সাইট লিপিতে প্রতি মিনিটে  
প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৮০ ও ৬০ শব্দ  
নিখনের ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ইংরেজী ও বাংলা সাইট-  
লিপিতে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৮০ ও ৬০টি শব্দ  
নিখনের ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ইংরেজী  
ও বাংলা টাইপে প্রতি মিনিটে  
যথাক্রমে ৪৫ ও ২৫টি শব্দ  
টাইপের ক্ষমতাসম্পন্ন।

৮০ লেটনো টাইপিলিট

৮১ জ্যেষ্ঠ করগণিক/জ্যেষ্ঠ  
হিসাব করগণিক।

৮০% পদোন্নতির মাধ্যমে  
এবং ২০% সরাসরি  
নিয়োগের মাধ্যমে।

কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বয়সক্রমে ৩  
বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ উচ্চ  
মাধ্যমিক সার্টিফিকেট।

৮২ ফার্মাসিটি

১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ফার্মা-  
শিতে ডিপ্লোমা (মাধ্যমিক স্কুল  
সার্টিফিকেট পাশের পর ২  
বৎসরের বোর্স)। অথবা কম-  
পাউণ্ডারশীপ ডিপ্লোমাসহ মাধ্য-  
মিক স্কুল সার্টিফিকেট।

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড সার্টিফিকেট-  
সহ ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা-  
সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ বরগণিক।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

৮৩	বর্নিত্ত করণিক' ১৮ হইতে ২৭ বৎসর ও বৎসর শিখিল-যোগ্য।	২০% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৮০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কমপক্ষে ২য় বিভাগসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাস। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীসহ চাকুরীরত অবস্থায় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অর্জন করিলে।	ঐ
৮৪	এল, ডি, এ-কাম-টাইপিস্ট। (ইংরেজী ও বাংলা)।	ঐ	ইংরেজী ও বাংলা টাইপে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৩৫ ও ২৫ শব্দসহ কমপক্ষে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট।	ঐ	
৮৫	ট্রেসার	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতা সহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট।	ঐ	
৮৬	কমপাউণ্ডার	ঐ	কোন স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে কম-পাউণ্ডারশীপ পাস সার্টিফিকেটসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	ঐ	
৮৭	মোল নার্স/ফিসেল নার্স]	ঐ	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট, ট্রেনিং ইন নার্সিং এবং ট্রিটমেন্ট রুম টেকনিক্স।	ঐ	

৮৮	মিড্ ওয়াইফ	ঐ	ঐ	নাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট সহ কোন প্রতিষ্ঠান হইতে মিড্ ওয়াইফারী ট্রেনিং।
৮৯	ইমান	অনুষ্ঠ ৪০ বৎসর।	ঐ	জামাত-ই-উলা/কারী।
৯০	কার্ড স্টার	অনুষ্ঠ ১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	ঐ	বেশন বড় মিল/প্রতিষ্ঠানে ষাড সটারে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ কমপক্ষে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট।
৯১	টেলিকোন অপারেটর	ঐ	ঐ	কোন প্রতিষ্ঠানে পিবিএক্স/সিএবি এক্স এস টি ডি লাইন্স পরিচালনায়ে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা-সহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
৯২	অভ্যর্থনাকারী	ঐ	ঐ	উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাশ। অবশ্যই ইংরেজী ও বাংলায় অনর্গল কথা বলিতে সক্ষম ও সুন্দর ব্যবহার সম্পন্ন হইতে হইবে। উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
৯৩	গাড়ী চালক	অনুর্ধ্ব ১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	সরাসরি ১০০% নিম্নো- গের মাধ্যমে।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং ভারী যানবাহন এর ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ ৮ম শ্রেণী পাস। যানবাহনের যজ্ঞাংশের রক্ষণাবেক্ষণের জ্ঞান থাকিতে হইবে।	
৯৪	রেকর্ড কিপার	ঐ	২০% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৮০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা কোন দস্তুরে রিসিভ এবং ডেউপাচ বাজ, রেকর্ড এবং ফাইল ম্যাট্রেনেস এ কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা।	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণ চাকরীরত অবস্থায় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অর্জন যায়িলে।
৯৫	সিবিউরিটি জমাদার/ হাবিলদার/হেড সিবিউরিটি গার্ড।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ বৎসরের সিবিউরিটি গার্ড পদে কমপক্ষে অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণী পাস। সুঠাম দেহের অধিকারী, ফায়ার ফাইটিং ও ফায়ার আর্মস চাল- নায় অভিজ্ঞতা। অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	৩ বৎসরের চাকরী।
৯৬	গেজেড মেকানিক	ঐ	সরাসরি ১০০% নিম্নো- গের মাধ্যমে।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা- সহ ৯ম শ্রেণী পাস। অটোমো- বাইল মেকানিকস-এ ৩ বৎসরের	



অভিজ্ঞতাসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১৯ম শ্রেণী পাশ এবং ট্রেড সার্টিফিকেটসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ এবং ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ট্রেড সার্টিফিকেট ধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১৯ম শ্রেণী পাশ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড সার্টিফিকেটসহ ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ এবং ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ট্রেড সার্টিফিকেট ধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১৯ম শ্রেণী পাশ এবং ট্রেড সার্টিফিকেটসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশসহ ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ট্রেড সার্টিফিকেট ধারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১৭ টাইপরাইটার মেকানিক

১৯ মাষ্টার

১৯ ইলেকট্রিশিয়ান

১	২	৩	৪	৫	৬
১০০	বারাণসী	অনুর্ধ্ব ১৮ সরাসরি ১০০% হইতে ২৭ গের মাধ্যমে। বৎসর।	নিয়ো-	৯ম শ্রেণী পাশ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ট্রেড সার্টিফিকেট।	
১০১	গেজেটিনার অপারেটর	ঐ	ঐ	ডুপলিকেটিং মেশিন পরিচালনায় ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ ৯ম শ্রেণী পাশ এবং মেশিন রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ-এ জান।	
১০২	ফটোশ্যুটি মেশিন অপারেটর।	ঐ	ঐ	ফটোশ্যুটি মেশিন পরিচালনায় ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৯ম শ্রেণী পাশ। মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ ও রেকর্ডে বাস্তব জান।	
১০৩	টেলিগ্রফিক্যাল অপারেটর	ঐ	ঐ	কোন প্রতিষ্ঠানে টেলিগ্রফিক্যাল মেশিন পরিচালনায় ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৯ম শ্রেণী পাশ।	
১০৪	ডেসপাচ রাইডার	ঐ	ঐ	মেশিন এবং রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণে জান।	
				মোটর সাইকেল ও বাই সাইকেল চালনায় সমর্থ এবং ৯ম শ্রেণী পাশ। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা	
				মোটর সাইকেল চালনায় লাইসেন্স-প্রাপ্ত।	

১০৫	কৃষক	ঐ	ঐ	৩০ষ্ঠ শ্রেণী পান। ইংরেজী এবং বাংলা দেশী খাবার প্রস্তুতির ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা।
১০৬	ডেসপাসার	ঐ	ঐ	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অথবা চতুর্থ শ্রেণীর বর্ষচরীভাগ ডেসপাচ কাজে ৩ বৎসরের চাকরীর অভিজ্ঞতা এবং সার্টিফিকেট পাশ এবং পড়াশুনা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতা অর্জন করিলে।
১০৭	নিরাপত্তা প্রহরী	ঐ	ঐ	সরাসরি ১০০% নিয়োগের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৮ম শ্রেণীর পান। ফায়ার ফাইটিং এবং ফায়ার আরমস চালনায় অভিজ্ঞতা। অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
১০৮	মেকানিক হেলপার	ঐ	ঐ	বড় অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে ডেই-ক্যাল মেঝানিক্যাল ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ৩০ষ্ঠ শ্রেণী পান।
১০৯	ক্রিনাম	ঐ	ঐ	পঞ্চম শ্রেণী পান। ক্রিনিং ওয়াক অভিজ্ঞতা সম্পদের অগ্রাধিকার হইবে।
১১০	এম. এল. এস. এস/স্পেশাল মেসেজার।	ঐ	ঐ	স্পেশাল বাইসাইকেল চালনায় সমর্থ ৮ম শ্রেণী পান।

১	২	৩	৪	৫	৬
১১১	কৃক হেল্পার	অনুর্ধ্ব ১৮ হইতে ২৭ বৎসর।	সরাসরি ১০০% নিয়ো- গের মাধ্যমে।	কৃকের সাহায্যকারী হিসাবে ১ বৎ- সরের অভিজ্ঞতা।	
১১২	বেয়ারার	ঐ	ঐ	৮ম শ্রেণী পাশ ও সংশ্লিষ্ট বর্গে অভিজ্ঞতা।	
১১৩	সুইপার/মালী	ঐ	ঐ	৮ম শ্রেণী পাশ। সুইপিং ও গার্ডে- নিং এ অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। সুইপার পদের ক্ষেত্রে পেশানার সুইপার সম্প্রদায়ের সদস্যদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল- যোগ্য।	

যেহা শিক্ষক মহোদয়, ডেপুটি কমিশনার, বাংলাদেশ সরকারী মহাদেশ, ঢাকা, কর্তৃক প্রদ্রিত।  
কর্তৃক প্রকাশিত।